চিকিৎসা, পড়াশুনা ইত্যাদি করতে গেলেই বাড়ীর সব বড় বড় ফলজ গাছ অথবা ফসলই জমি বিক্রির মত বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হতো। নগদ টাকার প্রয়োজন মেটাতে সুদ ব্যবসায়ীদের নিকট হতে চঁড়া সুদে টাকা ধার নিতে হতো। কিন্তু সে টাকা আর কোন দিনই শোধ করা হয়ে উঠতোনা। টাকার বদলে সুদ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিতে হতো পৈতৃক সম্পত্তি। দিনের পর আমাদের জমি হাত ছাড়া হতে থাকে। ফলোশ্রুতিতে আবাদী জমিসহ ভিটিবাড়ী আমাদের কমতে থাকে।

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের এ দুরাবস্থা দেখে ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি চিন্তিত পড়লেন। কিভাবে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তার পথ খুঁজতে শুরু করলেন তাঁরা। খ্রিস্টান জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন স্বর্গীয় আর্চ বিশপ লরেন্স এল, গ্রেনার সিএসসি। তিনি আরো বুঝতে পারেন, একক ভাবে এ কাজটি করা সম্ভব নয়। সমবেত প্রচেষ্টাই হতে পারে আমাদের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায়। তিনি ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি এর সাথে পরামর্শ করতে থাকেন কিভাবে তার এ চিন্তা ও ধারনাকে বাস্তবে রূপ দেয়া যায়? তাই তিনি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসিকে সমবায়ের উপর পড়াশুনার জন্য কানাডার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইউনিভার্সিটির কোডি ইন্টিটিউডে পাঠানো হয় বয়স্ক শিক্ষা ও সমবায়ের উপর বিশেষ পড়াশুনা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য। দীর্ঘ প্রায় এক বছর উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও সমবায়ের উপর পড়াশুনা করেন। তিনি সেখানে সমবায়ের বিভিন্ন কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করেন এবং সমবায়ের নেতাদের সাথে আলোচনা করে সমবায় সমিতি গঠন ও তার পরিচালনা সমন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং কো-অপারেটিভ ক্রেডিট গঠন করার জন্য ঢাকায় কাজ শুরু করেন। সে সময়ে ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি বিভিন্ন ফাদারদের সমবায় ও বয়স্ক শিক্ষা সমন্ধে পরামর্শ ও শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি গ্রামের দরিদ্র, অসহায় মানুষগুলোকে কিভাবে সংঘবদ্ধ করা যায় তার উপায় সবাইকে বাতলে দিচ্ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি একাধিক বৈঠক, সভা ও সেমিনারও করেন।

সে সময়ে সমবায় বা ক্রেডিট ইউনিয়ন সমন্ধে এ অঞ্চলের খ্রিস্টানদের কোন ধারনাই ছিলনা। এমনকি তাদের ব্যাংক সমন্ধেও কোন জ্ঞান ছিলনা। কারো হাতে যদি টাকা পয়সা জমা হতো তবে তারা তা বাঁশের খোঁটায়, বেড়ার ফাঁকে অথরা বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখতেন। এ গচ্ছিত টাকা অনেক সময় চোর বা ডাকাত নিয়ে যেত আবার কখনো বা হারিয়ে যেত। এ অবস্থায় ক্রেডিট ইউনিয়ন সমন্ধে মানুষকে জানানো এবং তাদেরকে সংগঠিত করে সমবায় সমিতি গঠনের কাজটি ছিল সত্যই দুরূহ। অথচ সেই কাজটিই তিনি করলেন তার হাতের জাঁদুর ছোঁয়ায়। তিনি তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্রেডিট ইউনিয়নের সুফল সম্পর্কে মানুষদের বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি এর উদ্যোগের ফলাফল স্বরূপ ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন দি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড, ঢাকা। এই উদ্যোগেরই ধারাবাহিকতায় তার ঠিক ৭ বছর পর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ২ জুন প্রতিষ্ঠিত মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ। এর পর একে একে প্রতিষ্ঠিত হয় রাঙ্গামাটিয়া খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (১৯৬৩), তুমিলিয়া খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (১৯৬৪), মাউছাইদ খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (১৯৬৫), হাসনাবাদ খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (১৯৬৬), তুঁইতাল খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (১৯৬৭) আরো অনেক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি -বাংলাদেশের কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রান পুরুষ

বাংলাদেশের সমবায়ের জনক স্বর্গীয় ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি। বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি আর্থ-সামাজিক মুক্তির সংগ্রামে ক্রেডিট ইউনিয়ন মন্ত্রে এদেশের মানুষকে দীক্ষিত করে সমবায়ের সুফল বয়ে এনেছেন, যা যুগ যুগ ধরে সমবায় আন্দোলন এবং সমবায়ীগন স্মরণ করবেন। তিনি জীবিত অবস্থায় ক্রেডিট ইউনিয়ন সমূহের যে উন্নয়ন দেখেছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তার মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, "ক্রেডিট ইউনিয়নের উন্নতি ও তার অবদান সত্যিই উল্লেখ করার মত। ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যগন মিতব্যয়িতার মাধ্যমে যে অর্থ সঞ্চয় করছেন, তাদের সে সঞ্চিত তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে যথানিয়মে তা ব্যবহার করে পরিশোধ করে অর্থনৈতিক উন্নতি করছেন, আমি মনে করি, এই প্রক্রিয়ায় স্বনির্ভরতার পথে তারা অনেক দুর এগিয়ে গেছে"।